আবদুল মোমেন খান

(১৯১৯-১৯৮৪)

জনাব আবদুল মোমেন খান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের খাদ্যমন্ত্রী (১৯৭৭-৮২) এবং মন্ত্রীপরিষদ সচিব (১৯৭৬-১৯৭৭) দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে নরসিংদী সদর থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য (১৯৭৯-৮২) নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯১৯ সালে তৎকালীন ঢাকা জেলার কালীগঞ্জ থানাধীন চরনগরদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন যা এখন নরসিংদী জেলার পলাশ থানার অন্তর্ভূক্ত। সত্তর ও আশির দশকে নরসিংদী মহকুমা জেলা ও পলাশ থানা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর অবদানই ছিল মুখ্য। স্বীকৃতি স্বরূপ এলাকাবাসীর কাছে তিনি আধুনিক নরসিংদীর রূপকার হিসেবে পরিচিত। খুব ছোট বেলা থেকেই তিনি মেধার পরিচয় দিয়ে আসছিলেন এবং প্রাথমিক পর্যায়ে স্কুল জীবনে ২য় শ্রেণী ও পরে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে মেধা বৃত্তি লাভ করেন। তাঁর বাবা আবদুল বারী খান ছিলেন স্থানীয় মাইনর বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তিনি ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর একনিষ্ঠ অনুসারী এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে "ভারত ছাড়" আন্দোলনে নিজগ্রামের বর্ধিষ্ণ চরনগরদী বাজারে ব্রিটিশ পণ্যের বহ্নুৎসবে নেতৃত্ব দেবার ফলশ্রুতিতে চাকুরিচ্যুত হয়ে কারাবরণ করেন। তিনি উন্নত শিক্ষার জন্য তাঁর পুত্র আবদুল মোমেন খানকে শীতলক্ষ্যা নদীর পশ্চিম তীরে কালীগঞ্জ রাজা কালী নারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। এখন থেকে ১২০ বছরেরও আগে প্রতিষ্ঠিত কালীগঞ্জ রাজা কালী নারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয় তখন এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপরিচিত ছিল। মূলতঃ পুরো গাজীপুর ও নরসিংদী এলাকার মধ্যে এ বিদ্যালয়টি খ্যাতির শীর্ষে ছিল এবং সে সময়কার ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রখ্যাত শিক্ষক হিসেবে পরিচিত আর. কে নারায়ণ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিরেন সেনই আবদুল মোমেন খানকে তাঁর প্রতিষ্ঠানে আকৃষ্ট করে নিয়ে যান। মাঝে মাঝেই প্রধান শিক্ষক তাঁর পরিবর্তে আবদুল মোমেন খানকে তাঁর নিজের ক্লাস নিতে বলতেন এবং পাশে দাঁড়িয়ে তা পর্যবেক্ষণ করতেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী প্রদান করতেন। সে সময় মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের জন্য বিশিষ্ট স্কুলসমূহে এ পদ্ধতির প্রচলন ছিল।

সফলতার সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর আবদুল মোমেন খান ঢাকায় আসেন এবং ইন্টারমেডিয়েট পরীক্ষায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অবিভক্ত বাংলায় পঞ্চম স্থান এবং মুসলিমদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরপর তিনি অর্থনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাতক ও স্নাতোকত্তর ডিগ্রি অর্জন করে তৎকালীন উপাচার্য্য ঐতিহাসিক আর. সি মজুমদার প্রদত্ত প্রশংসাপত্র লাভ করেন এবং সফলতার সাথে পাবলিক সার্ভিস কমিশন-এর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস-এ যোগ দেন।

১৯৪২ সালে তিনি মরহুমা বেগম খোরশেদা বানুর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, যিনি পরবর্তীকালে খান ফাউন্ডেশন ও পরবর্তীতে খান ফাউন্ডেশনের পৃষ্টপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত দি মিলেনিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপারসন ছিলেন। এ প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠার জন্মলগ্ন থেকে তার পুত্রবধু এডভোকেট রোখসানা খন্দকার কর্তৃক সাফল্যের সাথে পরিচালিত হয়ে আসছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে আবদুল মোমেন খান ফজলুল হক হল ছাত্র সংসদের প্রথম "স্পীকার" নির্বাচিত হন। তিনি উপস্থিত বক্তৃতা, বিতর্ক ও অন্যান্য সহশিক্ষা কার্যক্রমে খুবই পারদর্শী ছিলেন, যা তাঁর পরবর্তী পেশা জীবনকেও সমৃদ্ধ করে।

একজন সরকারী চাকুরীজীবী হিসেবে আবদুল মোমেন খান যথাযোগ্য সুনাম অর্জন করেন এবং লাহোরে সিনিয়র সিভিল সার্ভিস একাডেমীতে প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রথম স্থান অধিকার করে তৎকালীন রেক্টর ডি কে পাওয়ার (আই. সি. এস) প্রদত্ত প্রশংসাসূচক ভ্যালেডিকটরিয়ান সম্মান অর্জন করেন। যোগ্যতার নিরিখে আবদুল মোমেন খান বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ চাকুরীর পদ কেবিনেট সচিবের আসনে আসীন হন। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত চাকুরী জীবনে এর আগে তিনি খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, খুলনা

বিভাগীয় কমিশনার, প্রাদেশিক সরকারের গণপূর্ত, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী এবং সেচ বিভাগের সচিব, বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সচিবের দায়িত্বও পালন করেন অত্যন্ত সফলতার সাথে।

আবদুল মোমেন খান ১৯৭৭ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের উপদেষ্টা কাউন্সিলে আমন্ত্রিত হন এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। বাগ্মী আবদুল মোমেন খান ব্যাপক জনপ্রিয়তার ফলে বাংলাদেশের ২য় সংসদ নির্বাচনে নরসিংদী ১ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য, এ নির্বাচনে তিনি সমস্ত বাংলাদেশে ৩০০ আসনে ২১৬৯ জন প্রার্থীর মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট লাভ করে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত খাদ্য মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘ ৫ বছর তিনি এ স্পর্শকাতর মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থেকে জনগণের সেবা করেন এবং সফল খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে দেশে ও বিদেশে সুনাম অর্জন করেন। বলা বাহুল্য সে সময়গুলোতে দেশের সরকারের পুরো স্থিতিশীলতা নির্ভর করতো খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ওপর। এ সময়কালে তিনি একাধিকবার জাতিসংঘের "বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী" ও "খাদ্য ও কৃষি সংস্থা"র বিশ্ব সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন।

সমাজসেবক আবদুল মোমেন খান তার অসংখ্য সমাজকল্যাণমূলক কাজের জন্য নরসিংদীবাসীর কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। তাঁর জনহিতকর কাজকে এগিয়ে নিতে তাঁর অবর্তমানে জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান 'আবদুল মোমেন খান মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন' নিরলস পরিশ্রম করে চলেছে।

জনাব মোমেন খান ছিলেন আদর্শ পিতা। তিনি এক ছেলে এবং দুই মেয়ের গর্বিত পিতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ও বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী ও এমপি ডঃ আবদুল মঈন খানের মত ছেলে তাঁর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। অধিকন্তু তাঁর দুই মেয়ে ফওজিয়া বেগম ও ডঃ সেলিমা বেগম উভয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। তাঁরা বর্তমানে কানাডা এবং আমেরিকাতে কর্মরত আছেন।

এই মহান নেতা ১৯৮৪ সালের ১২ই ডিসেম্বর ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর প্রতি এলাকাবাসীর ছিল গভীর শ্রদ্ধাবোধ। গ্রামের বাড়ী চরনগরদীতে তাঁর নিজেরই মানুষের পাশে তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত।